58

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..07..SEP 199

পৃঃ ৩ কলাম ৩

আজ বৃহত্তর চট্টগ্রামে পূর্ণদিবস হরতাল ডেকেছে শিবির

১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিকে, আজ সোমবার বৃহত্তর চট্টগ্রামে ইসলামী ছাত্র শিবির সকাল সন্ধ্যা পূর্ণদিবস হরতালের প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগের অব্যাহত সন্ত্রাস, বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকার প্রতিবাদে সুনির্দিষ্ট ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এই হরতাল ডাকা হয়। হরতলকে সামনে রেখে পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। মহানগর ও জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ গ্রেফতারী অভিযান চালায়। শনিবার দিবাগত রাত ৩টায় নগরীর নবাব সিরাজদ্দৌলাসহ সড়কের একটি ম্যাচ কোয়ার্টারে হানা দিয়ে পুলিশ ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। তারা হচ্ছে হেদায়েত মজুমদার, সাইফুদ্দীন খালেদ, রেজাউল করিম, শাহাদাত হোসেন, বাহাউদ্দীন, মঈন উদ্দীন, রেজানুর হক, নুরুল মোস্তফা, ইকবাল হোসেন ও সেলিম উদ্দীন। গ্রেফতারকৃতরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র। কোতোয়ালি থানা পুলিশ জানায় যে, তাদের নামে সুনির্দিষ্ট কোন মামলা নেই। পুলিশ গ্রেফতারের কারণ জানাতে পারেনি। গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি ও হরতাল সফল করার লক্ষ্যে গতকাল মহানগর ও জেলার বিভিন্নস্থানে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ববিদ্যালয় শার্টল ট্রেন ও শিক্ষক বাসে সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের একের পর এক হামলা ও ভাঙচুর এবং চারুকলা বিভাগের ছাত্র সঞ্জয় তলাপাত্রের হত্যাকান্ডে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় ক্যাম্পাসে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘাত বিক্ষুব্ধ মুখোমুখী অবস্থানে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং পরবর্তী যে কোন ভয়াবহ বিস্ফোরণের আশংকায় আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনীতি কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং সড়কের মাথা ও ২ নম্বর সড়ক থেকে রেল স্টেশন ও পুরো ক্যাম্পাসে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। নিষেধাজ্ঞা ভংগকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। এদিকে গত শনিবার শার্টল ট্রেনের চালক আহমদ কবিরকে অপহরণ এবং সহকারী চালক দেলোয়ার হোসেনকে ছুরিকাঘাত করার ঘটনার প্রতিবাদে রেল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে শার্টল ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখেছে। রেল কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা রেল চালাবেন না বলে ভার্সিটি প্রশাসনকে জানিয়ে দিয়েছেন। এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল হান্নান, মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সাইফুর রহমান ও মিজবাহুল কবির, রবিউল হোসাইন ও ফরিদ উদ্দিন, সাবের আহমদ ও বজলুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে আজ সকাল সন্ধ্যা পূর্ণ দিবস হরতাল সফল করার আহবান জানান। তারা বলেন, একদিকে বন্যা, অন্যদিকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস। জনগণের সামান্য কষ্ট হলেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এ হরতাল ডাকতে শিবির বাধ্য হয়েছে। হরতাল চলাকালে সংবাদপত্র বহনকারী গাড়ি, হাসপাতালের এম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ি ও গার্মেন্টস শিল্প হরতালের আওতামুক্ত থাকবে। দুপুর ২টার পর থেকে রিকশা চলাচল করতে পারবে।